তারিখ 22 JUL 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

যুগান্তর

জঙ্গিবাদ দমনে সোচ্চার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

আজ নর্থ সাউথে সভা

মুসতাক আহমদ

জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জেগে উঠেছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী অনুপস্থিত ও অনিয়মত শিক্ষার্থীদের তালিকা করছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষ। তৈরি হচ্ছে সন্দেহভাজন শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের তালিকা। শিক্ষার্থীদের ওপর নজরদারির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি তাদের সচেতন করার লক্ষ্যে চলছে কাউন্সিলিং। অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনায় বসছে কর্তৃপক্ষ। এছাড়া কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় জঙ্গিবিরোধী কমিটি এবং সেল গঠন করেছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়ে এসব তথ্য জানা গেছে।

ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির ভিসি অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী যুগান্তরকে বলেন, জঙ্গিবাদের বিস্তার রোধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছি আমরা। নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা নামে ২০ জুলাই একটি কমিটি গঠন করা হয়। কোষাধ্যক্ষ মোর্শেদা চৌধুরীর নেতৃত্বে এতে ১৫ জন সদস্য আছেন। এদের অধীনে বিভিন্ন বিভাগের আরও ১৫টি কমিটি কাজ করবে। এদের প্রধান কাজ শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ওপর কঠোর নজর রাখা ও তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে বিস্তারিত তথ্য সরবরাহ করা। এর আগে তিনি জানিয়েছেন, নিয়োগের পর সংশ্লিষ্ট শিক্ষক সম্পর্কে পুলিশ দিয়ে

■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

জঙ্গিবাদ দমনে সোচ্চার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভেরিফিকেশন করানো হবে। যাতে জঙ্গিবাদে মদদ দেয়ার মতো কেউ ছাত্রদের সামনে দাঁড়াতে না পারে।

নর্দান ইউনিভার্সিটির ভিসি অধ্যাপক এডব্লিউএম আবদুল হক যুগান্তরকে বলেন, আগে থেকেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জঙ্গিবাদবিরোধী কেন্দ্রীয় কমিটি কাজ করছে। ১ এবং ৭ জুলাইয়ের ঘটনার পর ১২ জুলাই এই কমিটি বৈঠক করে। সেদিন প্রত্যেক বিভাগের জন্য একটি করে সাবকমিটি গঠন করা হয়। প্রতি ক্লাসে শিক্ষার্থীদের সচেতন করছেন শিক্ষকরা। এছাড়া ইনফরমেশন ডেস্ক থেকে অভিভাবকদের ফোন করে সচেতন করা হচ্ছে। আর সরকারি নির্দেশনামতো ১০ দিন অনুপস্থিত শিক্ষার্থীর তালিকা করা হচ্ছে। তবে কেউ একদিন অনুপস্থিত থাকলেই আমরা তার অভিভাবককে জানিয়ে দিচ্ছি। গুলশান এবং শোলাকিয়ায় বড় দুটি সন্ত্রাসী হামলায় জড়িতদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এসব ঘটনায় গোটা জাতি স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। ঘটনার পর থেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক ও গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়। একই সঙ্গে সরকারের পক্ষ থেকে দেয়া কিছু নির্দেশনাও মেনে চলছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

বৃহস্পতিবার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ শুরু হয়েছে। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় আজ ও কাল অভিভাবকদের নিয়ে সচেতনতামূলক আলোচনা সভার আয়োজন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপপরিচালক ড. বেলাল হোসেন যুগান্তরকে বলেন, মোট চার সেশনে দু'দিনে এ কর্মসূচি হবে। দেশ-বিদেশের ছাত্রছাত্রী-অভিভাবকরা যাতে এই প্রোগ্রাম দেখতে পারেন, সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ওয়েবসাইটে (**www.northsouth**.edu) লাইভওয়েব সম্প্রচার হবে।

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির গণসংযোগ বিভাগের প্রধান সোহেল আহসান নিপু জানান, আমরা ইতিমধ্যে ছাত্রদের নিয়ে একাধিক আলোচনা সভার আয়োজন করেছি। এখন জঙ্গিবাদ বিষয়ে অভিভাবকদের সচেতন করতে আগামী ২৪ জুলাই আরেকটি সভা ডেকেছি।

ইস্টওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির জনসংযোগ কর্মকর্তা মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, জঙ্গিবাদবিরোধী কার্যক্রম হিসেবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি বডি কাজ করছে। কমিটির সদস্যরা গোয়েন্দা সংস্থার মতো ছাত্রছাত্রীদের ওপর নজরদারি করছে। আমরা অনিয়মিত ছাত্রছাত্রীদের তালিকা করে অভিভাবকদের সঙ্গেও কথা বলছি।

ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির জনসংযোগ বিভাগের প্রধান আবু সাদাত বলেন, আমরা ইতিমধ্যে জঙ্গিবাদবিরোধী একটি মনিটরিং সেল গঠন করেছি। ১০ দিন ধরে যারা অনুপস্থিত তাদের তালিকা করে কথা বলছি। বিভাগওয়ারি শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে কথা বলছেন। ক্যাম্পাসে সিসিটিভি বাড়িয়ে সন্দেহজনক স্থানে নজরদারি চলছে। বিশেষ করে মসজিদ, লাইব্রেরি ও ল্যাবরেটরিতে সন্দেহজনক কেউ অবস্থান করছে কিনা বা কারা কী করছে তা পর্যবেক্ষণ চলছে। শিগগিরই আমরা বিভাগওয়ারি অভিভাবকদের সঙ্গে বসে জঙ্গিবিরোধী সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালন করব।

ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি, সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটিসহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, তারাও জঙ্গিবাদ মোকাবেলায় অনুপস্থিতির তালিকা করা, কাউন্সিলিং, আলোচনাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

ঢাবিতে সমাবেশ : এদিকে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার আগামী ২৫ জুলাই ক্যাম্পাসে কর্মসূচি পালন করবে। বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।